Date of Publication : 1st May, 2013 **Price : Rs. 2**

VOL-3, Issue 2 *Postal Registration No. : KOL RMS/42/2013-2015*
For circulation to Subscribers only RNI No.-WBBIL/2011/38613

ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তা

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ

১-এ, ডাঃ রাজেন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০
Brahmo Sammilan Barta ☐ Brahmo Sammilan Samaj

তৃতীয় বর্ষ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা মে ২০১৩ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২০

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

এ মাসের নিবেদন	— ১
নববর্ষ ও ব্রাহ্মসমাজের প্রাসঙ্গিকতা	— ২
জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধায় স্মরণ ঃ অজয় হোম (১৯১৩-২০১৩)	— ৩
The Pune Experience	— ৪
স্মরণিকা	— ৫
সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ	— ৫
বিশেষ অনুষ্ঠান	— ৬
২০১৩ জুন মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী	— ৬
পারিবারিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠান	— ৬
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	— ৮

সমাজ কার্যালয়ে যোগাযোগের সময় ঃ
প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে ৮-৩০টা
Telephone No. (033) 6450-0915
email :sammilanbarta@gmail.com

এ মাসের নিবেদন

"মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ
সব তুচ্ছতার উর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।"

চিরস্মরণীয় যাঁরা তাঁদের স্মরণ ক'র তাঁদের চিন্তাধারা মনন ক'রে, তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলার চেষ্টা ক'রে আমরা নিজেদেরই সম্মানিত করি। এমনই কয়েকজনের জন্মতিথিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি আমরা এই মাসটিতে।

প্রথমেই প্রণতি জানাই মানবের মহামিলনের প্রথম উদ্‌গাতা রাজর্ষি রামমোহনকে, যুগসন্ধিক্ষণে যাঁর আবির্ভাবে আলোকিত হয়েছিল শুধুমাত্র বাংলাদেশের বা ভারতবর্ষের তমিস্রাচ্ছন্ন পটভূমিই নয়, যাঁর বিশ্বচেতনা ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতার গণ্ডী পেরিয়ে একের পতাকাতলে সমবেত হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল বিশ্বমানবের দরবারে। সেই ঐক্যকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন আমাদের দেশেরই অন্তরাত্মার মধ্যে — যেখানে রয়েছে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষের আপন সাধনসম্পদের বিপুল ধনভাণ্ডার সেদিন তিনি বিশ্ববাসীর জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। নবযুগের উদ্বোধনের যে বাণী তিনি উচ্চারণ করেছিলেন সে বাণী এই দেশের পুরাতন মন্ত্রের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল। তাই আজ প্রণাম জানাই সত্যের সেই নিরলস সাধককে, যিনি রুদ্রের আহ্বানকে জীবনে স্বীকার করে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়েও ভারতের তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকার দিয়ে গেলেন বিশ্ববাসীকে।

তাঁরই মন্ত্রশিষ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেদিন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, সেদিন থেকেই সেই সত্যদীক্ষার অগ্নি নিজের জীবনে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন আমৃত্যু। সেদিন থেকে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল বহু আত্মীয়-স্বজন, বৃহত্তর পরিবারের বহু পরিজনের সঙ্গে। আরাম-বিলাসের বৈভব-ব্যসনের অভ্যস্ত

জীবনযাত্রা থেকে তপশ্চরণের দুর্লভ সাধনার মধ্যে তাঁর জন্মান্তর ঘটলো। তিনি সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না — তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ অনুসরণ করে একদিকে যেমন বিশাল জমিদারী ও বৃহৎ পরিবারটিকে সুনিয়ন্ত্রিত করেছেন, অপরদিকে তেমনি নির্জনে ধ্যানের আসনে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদনে নিজেকে নিবেদন করেছিলেন এবং আজীবন অনুসন্ধান করে চলেছিলেন সেই পরম পিতার চির-আশ্রয়।

রাজর্ষি ও মহর্ষির সাধনার ধারাটিকে যিনি নিজের অজস্র রচনার মধ্য দিয়ে বহন করে চলেছিলেন এবং আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন সর্বকালের, সর্বদেশের সর্বচিন্তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেই বিশ্বকবিকে আজ স্মরণ করি শুধুমাত্র তাঁর বিস্ময়কর চিন্তাজগতের বিপুলতার জন্য নয়, তাঁর জীবনের সাধনাকে বিস্ময়ে অবলোকন করি তাঁর অজস্র কর্মসাধনার মধ্যেও। এইখানেই তিনি রাজর্ষি রামমোহনের ভাবশিষ্য। পিতার কাছ থেকে যে দার্শনিক প্রত্যয়ভূমি তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন আপন চিন্তাধারার সঙ্গে তাকে যুক্ত করে তাকে সার্থক করে তুলেছিলেন। রামমোহন ধর্মসংস্কার ও সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেই শিক্ষাকে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর করে সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের শিক্ষার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন সমকালীন সমাজের মধ্যে। তাঁর শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন সেই স্বপ্নেরই পূর্ণাঙ্গ রূপ।

তাই আজ ধর্মসাধনার ও চিন্তাভাবনার যে মুক্ত বাতাবরণে দাঁড়িয়ে আমরা নিঃশ্বাস গ্রহণকরছি, তার জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি ও প্রণাম করি এই তিনজন স্বপ্নদ্রষ্টা, ভক্তসাধক, অক্লান্তকর্মী ও মানবপ্রেমিককে।

"সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক —
তোমাদের স্মরি।"

— ডঃ মধুশ্রী ঘোষ

নববর্ষ ও ব্রাহ্মসমাজের প্রাসঙ্গিকতা

(এপ্রিল মাসের পরবর্তী অংশ)

নববর্ষে অমরা পরম কল্যাণময়ের কাছে চিত্তের জাগরণের প্রার্থনা নিবেদন করেছি এবং এই জাগরণের মধ্য দিয়ে আমরা ব্রাহ্ম সমাজের প্রাসঙ্গিকতার ভাবনায় মনকে নিয়োজিত করেছি — দেখেছি যে রামমোহনের বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের ভাবনাটি আজও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। মানুষের মধ্যে ধর্মগত ও জাতিগত যে বিভেদ তা যে জগতের কল্যাণসাধনের বিশেষ পরিপন্থী একথা রামমোহন সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট ব্রাহ্মসমাজের ভাবনার অন্যতম বিশেষত্ব এই ধর্মগত উগ্রতা ও অসহনশীলতার বিপক্ষে। এই ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সমাজের ভাবনা এখনও প্রাসঙ্গিক কারণ জগত থেকে ধর্মের ভিত্তিতে হিংসার প্রকাশ এখনও অবলুপ্ত হয়নি — ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত যাঁরা তাঁদের এই ভ্রাতৃত্ববোধের ভাবনাটিতে যথার্থভাবে ভাবিত থাকতে হবে। রামমোহন সকল ধর্মের মূল সত্যটি ব্রাহ্মধর্মে গ্রহণ করেছিলেন। নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার প্রবর্তন করেছিলেন — এই সদর্থক ভাবনাটি উপাসনায় উপস্থাপিত করতে পারলে মানুষের মনে শুভভাবের উদয় হয় একথা আমরা জানি। এই শুভবোধই মানুষকে কল্যাণের পথটি চিনিয়ে দিতে পারে।

নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সমাজের অবদান অনস্বীকার্য। রামমোহনের সময়ে নারীর জীবন ছিল প্রধানতঃ অন্তঃপুরকেন্দ্রিক এবং সামাজিক কর্তাদের উদ্ভূত বহু নিয়ম ও নিপীড়নের দ্বারা আবদ্ধ। শিক্ষা ও জীবিকার্জনের পথে জীবনের বিকাশের ভাবনা ছিল একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। রামমোহন তাঁর যুক্তিবাদী ও উদার মনোভাবের কারণে উপলব্ধি করেছিলেন য়ে নারীসমাজকে বাদ দিয়ে কোন সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাঁর পরবর্তী ব্রাহ্মসমাজের যাঁরা পুরোধা ছিলেন তাঁরা এই ভাবনাটিকে সযত্নে ধারণ করে বহু কাজ করে গেছেন — এক দিনে নয়, ধীরে ধীরে সময়ের সারণী বেয়ে নারীর মানুষ হিসেবে অধিকার তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে — এ সত্ত্বেও নারীকে যথাযথ মর্য্যাদা দানের ক্ষেত্রে, তাকে সমধিকার প্রদানের জন্য যে শিক্ষিত ও উদার মানসিকতার প্রয়োজন তা আজও সমাজ পুরোপুরি আত্মস্থ করতে

পারেনি— এই ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের প্রাসঙ্গিকতা এখনও বর্তমান — ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই শিক্ষিত উদার মানসিকতার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে ব্রাহ্ম সমাজ বা এই সমাজের মানুষেরা উদাহরণস্বরূপ হয়ে সমাজের কল্যাণসাধন করতে পারেন।

সামাজিক পটভূমিতে সকল প্রগতির মূলে রয়েছে শিক্ষার অবিসংবাদিত ভূমিকা। এই ক্ষেত্রেও ব্রাহ্ম সমাজ একসময় এগিয়ে এসেছিল ও গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। রামমোহন ছিলেন তাঁর সময়ের তুলনায় এক সুদূর প্রসারী দৃষ্টি সম্পন্ন যুক্তিবাদী মানুষ। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা তৎকালীন ধর্মীয় বাতাবরণ থেকে মুক্তিলাভ করুক — ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্তের জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো গ্রহণ করে মানুষ নিজেদের এবং সমাজের উন্নতি সাধন করুক — বিশ্বের দরবার এদেশের মানুষের কাছে উন্মুক্ত হোক। এই সব ভাবনা আজকের দিনে গৃহীত হয়েছে এবং 'সর্বজনের জন্য শিক্ষা' এই তত্ত্বটি আজ সামগ্রিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে — কিন্তু সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে শিক্ষার আলো সমভাবে আজও অধরা — এও সত্য। এই অনগ্রসতার পরিসরে শিক্ষার প্রসারে ব্রাহ্মসমাজ নানাভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে — বিনামূল্যে শিক্ষাদানের আয়োজন করে বা উপযুক্ত ক্ষেত্রে অন্যান্য সহায়তা করে। এই সদর্থক ভূমিকায় ব্রাহ্মসমাজের কাজ আমরা দেখেছি — এইভাবেই আমরা রামমোহনের নিরলস প্রচেষ্টাকে যথাযথ মর্য্যাদা দিতে পারব। (ক্রমশঃ)

— শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত

জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধায় স্মরণ ঃ অজয় হোম (১৯১৩-২০১৩)

গগনচন্দ্র হোম এবং বসন্তবালা হোমের পুত্র অজয়চন্দ্র হোম ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের ২রা মে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি পদবি ছিল হোমরায় এবং আদি নিবাস ছিল অখণ্ড বঙ্গদেশের (অধুনা বাংলাদেশের) ময়মনসিংহ জেলায়। গগনচন্দ্র পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত মানুষ,চলে এসেছিলেন কলকাতায়, তাঁর মন ছিল উদার এবং অসাম্প্রদায়িক। তিনি যাতায়াত করতেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে; শেষপর্যন্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে দীক্ষিত হয়ে, ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ওই সমাজের সদস্য হন। উনিশ শতকের সত্তরের দশকেই শ্রীহট্ট এবং ময়মনসিংহের একদল বাঙাল ছেলে কলকাতার মুসলমান পাড়া লেনের মেসে থাকতে থাকতে খুব বন্ধু হয়ে ওঠেন এবং অনেকেই ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হন। দলটি বড়ো হয়। এখানকার অনেকে গিয়ে জুটলেন। এই দলে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, গগনচন্দ্র হোম, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শরৎচন্দ্র রায়, তারাকিশোর চৌধুরী, উমাপদ রায়, গোবিন্দ চন্দ্র মিত্র, রামকুমার ভট্টাচার্য (বিদ্যারত্ন), উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, কালী শঙ্কর শুকুল (শুক্লা) প্রমুখ।

এইসব যুবকদের অনেকেই 'ঘননিবিষ্ট' দল গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা অগ্নিসাক্ষী করে, রক্তের স্পর্শে শপথ নিয়েছিলেন সরকারি গোলামি না করার, একমাত্র স্বায়ত্তশাসনকেই ঈশ্বর নির্দিষ্ট বলে মেনে নেওয়ার। এই ব্রাহ্মগোষ্ঠী শুধু ধর্ম নিয়ে উৎসাহী ছিলেন এমন না, তাঁরা আগ্রহী ছিলেন সমাজের উন্নতিতে, দেশ-সেবায় এবং দেশের মুক্তির ব্যাপারে। গগন হোম শিক্ষকতা করতেন সিটি স্কুলে। সঞ্জীবনী পত্রিকা প্রকাশে তিনি সহায়তা করেছিলেন ময়ময়নসিংহের বাঘিল গ্রামের অভিন্নহৃদয় বন্ধু কৃষ্ণকুমার মিত্রকে। এই দলের উদ্যোগেই আসামে চা-কুলিদের উপর নির্মম শোষণের কথা জানানো হয় দেশের শিক্ষিত সচেতন মানুষদের। গড়ে তোলা হয় আন্দোলন। এ ব্যাপারে সাহায্য করেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সবার মাথার উপরে অবশ্য শিবনাথ শাস্ত্রী।

গগনচন্দ্র হোম বিবাহ করেছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মজিলপুরের বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য কালীনাথ দত্তের কন্যা বসন্তবালাকে। হোম দম্পতির পাঁচ পুত্র ও এককন্যা। অজয় হোম চতুর্থ পুত্র, তাঁর ডাক নাম 'খুচু'। খুচুদা নামেই তিনি আমাদের কাছে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর বড়দা অমল হোম (ননী) ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহধন্য; শৌখীন ও কিংবদন্তী- প্রতিম মানুষটি ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক, প্রচারবিদ ও লেখক। অজয় হোমের আগের দুই দাদা ছিলেন চারুচন্দ্র (লালু) এবং শৈলেশচন্দ্র (ভুলু)। খুচুদার একমাত্র দিদি ছিলেন বীণা (বিয়ের পর বসু) এবং ভাই অনিলচন্দ্র (খোকন)।

ব্রাহ্ম পারিবারিক ঐতিহ্যে খোলামেলা পরিবেশে উত্তর কলকাতায় বড়ো হলেও মাঝে মাঝে যেতেন মামারবাড়ি মজিলপুরে। শেষজীবনে দীর্ঘকাল কাটিয়ে ছিলেন পার্কসার্কাস বীরেশ গুহ স্ট্রীটের চারতলার ছোট ফ্ল্যাটে। বিবাহ করেছিলেন ডাঃ বিনোদবিহারী রায়ের কন্যা সুপর্ণা (বুড়ি)কে। একমাত্র সন্তান সুতপা (মিনি) বর্ত্তমানে সুতপা রায়চৌধুরী। অজয় হোম উত্তর কলকাতার টাউন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে অই.এস.সি. পাশ করে ওই কলেজ থেকেই স্নাতক হন। বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার পর অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সৌজন্যে তিনি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটে গ্রন্থাগারে চাকরি পান এবং সেখান থেকেই ১৯৭৩-এ অবসর গ্রহণ করেন।

পক্ষীবিশারদ হিসাবে তাঁর খ্যাতি হলেও, পশু বিষয়েও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। সাহিত্যের হাত ছিল পাকা। কিশোর কিশোরীদের জন্য ভূতের গল্প, কল্পবিজ্ঞান, ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী, গান, নাটক, নৃত্যনাট্য সবই তিনি রচনা করেছিলেন। পাখি বিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন, গবেষণার কালে নানা রচনায় প্রকাশিত হতে থাকে। এ-বিষয়ে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'বাংলার পাখি' ১৯৭৩-এ প্রকাশিত হলে তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। গ্রন্থটির চমৎকার প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। উত্তরকালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'চেনা অচেনা পাখি' শীর্ষক বৃহদায়তন গ্রন্থ।

'প্রকৃতিজ্ঞান' নামে একখানি পত্রিকা তিনি দীর্ঘদিন সম্পাদনা করেছেন। তাছাড়া লিখেছেন নানা পত্র-পত্রিকায়। 'আজকাল'পত্রিকায় তিনি দীর্ঘদিন প্রতি সপ্তাহে 'প্রকৃতিপ্রেমিকের ডায়েরি' নামে কলম লিখেছেন। সংগীত, চলচ্চিত্র এবং খেলাধুলায় ছিলেন বিশেষ অনুরাগী। খুব ভালো কন্ট্রাক্ট ব্রিজ খেলোয়াড় ছিলেন। 'সন্দেশ' পত্রিকা ১৯৬১ সাল থেকে নবকলেবরে প্রকাশিত হতে শুরু করলে তিনি দীর্ঘদিন খেলাধুলা নিয়ে লিখতেন। তাঁর অন্যান্য বইপত্রের মধ্যে 'মরণঘুম', 'বিচিত্র জীবজন্তু', 'মার্পল পিসী', 'ভারতের উপজাতি পরিচয়' ইত্যাদির উল্লেখ করতে পারি। অজয় হোম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্রপুরস্কার সহ বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর কলকাতায় তাঁর জীবনাবসান হয়। জন্মশতবর্ষে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম।

ডঃ গৌতম নিয়োগী

THE PUNE EXPERIENCE

It was a good experience to attend the 122nd annual Brahmo Conference held in Pune during 8-10 Nov. 2012. The conference was a success, thanks to the efforts of Prof. Dr. Dilip Joag and Dr. Sushma Joag.

The conference began with flag-hoisting done at the Harimandir, the seat of the Pune Prarthana Samaj, on 8th November. But it was done without the presence of delegates. Conventionally, the flag-hoistiong function is an auspicious event that gives a solemn start to the Conference.

The inauguration ceremony was impressive being nicely compered by Prof.Surekha. Several dignitaries made learned speeches highlighting the contribution of Prarthana Samaj to the development of man and society in western India. Sri Milind Nagarkar, the 122nd sessional President, delivered a highly inspiring and instructive presidential speech. I was surpirsed that Dr. Rajyalakshmi the Br. Conf. President did not speak.

The Khar Brahmo Samaj Choir group, consisting of young men and women and trained by Sri Ashis Bose, Kept the audience spellbound by their grand presentation of devotional songs from the Brohmosangeet. The Quiz time conducted efficiently by Sri Keshavchand was entertaining and educative. Though most of the questions were answered, yet we could not rid ourselves from the feeling (perhaps a bit of shame as well) that we are ignorant of many facts concerning Brahmo-Prarthana Samajes.

The Sangeetopasana led by Sri C. Naik and Sushma Joag made considerable impact on the delegates who could get to know the profound spiritual thoughts of Sant Tukaram and Namdav through songs composed of simple language.

The presentation of Tagore songs accompanied with dances led by Smt. Sukla Dasgupta of Kolkata was a very good piece of presentation that enthralled everyone present. (to be continued)

Sri Sumonta Niyogi

—ঃ স্মরণিকা ঃ—

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি

২রা মে (১৯২১)	—	ভারতরত্ন সত্যজিৎ রায়ের ৯২ তম জন্মদিবস।
৭ই মে (১৮৮৭)	—	লেঃ কঃ ডাঃ মনীন্দ্রনাথ দাসের ১২৬ তম জন্মদিবস।
৯ই মে (১৮৬১)	—	কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫২ তম জন্মদিবস।
১২ই মে (১৮৬৩)	—	শিশু-সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ১৫০ তম জন্মদিবস।
১৫ই মে (১৮১৭)	—	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৯৬ তম জন্মদিবস।
১৮ই মে (১৯৪৩)	—	স্যার নীলরতন সরকারের ৭০ তম তিরোধান দিবস।
২০শে মে (১৯০৫)	—	ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ১০৮ তম তিরোধান দিবস।
২২শে মে (১৭৭২)	—	রাজর্ষি রামমোহন রায়ের ২৪১ তম জন্মদিবস।
২৩শে মে (১৮৯৯)	—	বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ১১৪ তম জন্মদিবস।
৩০শে মে (১৮৬৫)	—	সাহিত্যিক-সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ১৪৮ তম জন্মদিবস।

—ঃ ২০১৩ মে মাসের সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ—

।। জন্মোৎসব সমারোহ ।।

রবিবার ৫ই মে ২০১৩ — সত্যজিৎ রায়ের ৯২ তম জন্মদিবস (২রা মে), লেঃ কঃ ডাঃ মনীন্দ্রনাথ
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা দাসের ১২৬ তম জন্মদিবস (৭ই মে) স্মরণে বিশেষ উপাসনা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি

আচার্য - শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী
সঙ্গীত - শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী

রবিবার ১২ই মে ২০১৩ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫২ তম জন্মদিবস এবং উপেন্দ্রকিশোর
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা রায়চৌধুরীর ১৫০ তম জন্মদিবস (১২ই মে) স্মরণে বিশেষ উপাসনা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আচার্য - শ্রীমতী সুনন্দা চ্যাটার্জী
সঙ্গীত - ব্রাহ্মযুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী।

রবিবার ১৯শে মে ২০১৩ — রাজা রামমোহন রায়ের ২৪১ তম জন্মবার্ষিকী (২২শে মে),
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৯৬ তম জন্মদিবস (৩রা জ্যৈষ্ঠ) স্মরণে বিশেষ উপাসনা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি

আচার্য - ডঃ মধুশ্রী ঘোষ
সঙ্গীত - শ্রীমতী ঋতশ্রী ভট্টাচার্য শ্রীমতী উদিতা রায়
শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত

রবিবার ২৬শে মে ২০১৩ — কাজী নজরুল ইসলামের ১১৪ তম জন্মদিবস (২৩শে মে), রামানন্দ
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা চট্টোপাধ্যায়ের ১৪৮ তম জন্মদিবস (৩০শে মে) স্মরণে বিশেষ উপাসনা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি
আচার্য - শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি
সঙ্গীত - শ্রীমতী কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ সাহা

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

—ঃ বিশেষ অনুষ্ঠান ঃ—

বৃহস্পতিবার ৯ই মে ২০১৩ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫২ তম জন্মদিবস (২৫শে বৈশাখ)
সকাল ৯-০০ টা আচার্য - শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি
সঙ্গীত - যুবজন

রাজর্ষি রামমোহন রায়ের ২৪১ তম জন্মোৎসব সমারোহ

বুধবার ২২শে মে ২০১৩ — ময়দানে রাজর্ষির মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ ও প্রার্থনা
সকাল ৮-৩০ টা (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার, কলকাতা পৌর নিগম, বিভিন্ন ব্রাহ্ম সমাজ ও সমিতির পুষ্পার্ঘ অর্পণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি)
প্রার্থনা - শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি
সঙ্গীত - ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের ছাত্রীবৃন্দ

—ঃ ২০১৩ জুন মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কর্মসূচী ঃ—

রবিবার ২রা জুন ২০১৩ — আচার্য - ডাঃ শুচিতা দেব
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা সঙ্গীত - শ্রীমতী রুবী মজুমদার
রবিবার ৯ই জুন ২০১৩ — আচার্য - শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা সঙ্গীত - ব্রাহ্ম যুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী।

—ঃ পারিবারিক / অন্যান্য অনুষ্ঠান ঃ—

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ঃ

বিগত ৩০শে মার্চ ২০১৩ শনিবার সকাল ১০-৩০ মিনিটে ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে প্রয়াত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও ও প্রয়াতা অমিয়াময়ী মজুমদারের পুত্রবধূ এবং শ্রীসুভাষ মজুমদারের পত্নী প্রয়াতা সুনন্দা মজুমদারের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন ডঃ মধুশ্রী ঘোষ ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীচন্দন বসুরায়, শ্রীমতী চিত্রিতা দাসগুপ্ত ও শ্রীসায়ন ভট্টাচার্য। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন পুত্রদ্বয় শ্রীসুমন মজুমদার ও শ্রীশমীক মজুমদার, ভাগিনেয় শ্রীসুদীপ দাস, ভগ্নী শ্রীমতী সুব্রতা পুরকায়স্থ ও ছাত্রী শ্রীমতী তিথি সেন।

বিগত ৩১শে মার্চ ২০১৩ রবিবর সকাল ১০ টায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে প্রয়াত সম্রাট মান্নার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী দেবাঙ্গনা সরকার, কৌশিক দে ও সৈকত শেখরেশ্বর রায়। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীমতী সুদীপ্তা দাস।

বিগত ৭ই এপ্রিল ২০১৩ রবিবার সকাল ১০-৩০ মিনিটে ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে প্রয়াতা সুধীরা গাঙ্গুলীর

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীরাজকুমার বর্মণ এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী অলকা দত্ত, (কন্যা), মিতালী গাঙ্গুলী (ছোটপুত্রবধূ), সোহিনী চক্রবর্তী (নাত্নী), শুক্লা নাগ, রেবেকা রক্ষিত, কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋতশ্রী ভট্টাচার্য্য, সোমজিৎ দত্ত, অনিরুদ্ধ রক্ষিত ও সৈকত শেখরেশ্বর রায়। জীবনী পাঠ ও স্মৃতিচারণ করেন শ্রীপ্রসূন গাঙ্গুলী (জ্যেষ্ঠ পুত্র), শ্রীসোমজিৎ দত্ত (দৌহিত্র), শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী (ভ্রাতুষ্পুত্র), শ্রীমতী শর্মিলা গুপ্তভায়া (প্রাক্তন সহকর্মী) এবং প্রবাসী দৌহিত্র শ্রীশুভজিৎ দত্তের প্রেরিত স্মৃতিচারণটি পাঠ করেন শ্রীসোমজিৎ দত্ত।

সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ

বিগত এপ্রিল ২০১৩ সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগানন্দ দাস ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত (প্রথম রবিবার), শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি (তৃতীয় রবিবার) ও ডাঃ শুচিতা দেব (চতুর্থ রবিবার) আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রথম রবিবার শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রী প্রসীদ বসু, তৃতীয় রবিবার শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত ও শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত ও চতুর্থ রবিবার শ্রীমতী মাধবী তালুকদার ও শ্রীমতী অভিনন্দা তালুকদার।

বিশেষ অনুষ্ঠান ঃ

বিগত ১৪ই এপ্রিল ২০১৩ রবিবর সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে সমাজ মন্দিরের বর্ষ বিদায় অনুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন "মুক্তধারা"-র শিল্পীগণ।

বিগত ১৫ই এপ্রিল ২০১৩ সোমবার সকাল ৯টায় সমাজ মন্দিরে নববর্ষ (১৪২০) আবাহন অনুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী মৌসুমী চ্যাটার্জী, অনুরমা ভট্টাচার্য্য, অনুলেখা ব্যানার্জী, উদিতা রায়, বিজয়লক্ষ্মী দাস, কস্তুরী চক্রবর্তী, শ্যামলী সেনগুপ্ত, অঞ্জনা গুহ, খুকু রায়, সুস্মিতা নাথ, অনিন্দিতা সেন, রত্না মুখার্জী, লক্ষ্মী খাস্তগীর, মৃদুলা ব্যানার্জী, উজ্জ্বল ব্যানার্জী, সুজাতা ব্যানার্জী, যতিশঙ্কর ব্যানার্জী, দীপাঞ্জন পাল, নীলাঞ্জন চ্যাটার্জী, অজিষ্ণু চক্রবর্তী, সুহিতা ভট্টাচার্য্য, শর্মিলা দে, অমল ভট্টাচার্য্য, অভীক ঘোষ, অম্লান চৌধুরী। এই সমাজের সদস্য শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী ও শ্রীশোভন চ্যাটার্জীর কন্যা কৃতী ছাত্রী শ্রীমতী শ্রেয়সী চ্যাটার্জীকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ও স্বর্ণপদক প্রাপ্তির জন্য সমাজের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। আচার্য ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর একটি সম্মানস্মারক, উত্তরীয়, কিছু গ্রন্থ ও পুষ্পস্তবক শ্রেয়সীকে প্রদান করেন। শ্রীমতী শুক্লা দাসগুপ্ত, শ্রেয়সী চ্যাটার্জী সম্বন্ধে তাঁর একটি মনোজ্ঞ রচনা পাঠ করেন।

বিগত ২০শে এপ্রিল ২০১৩ শনিবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে সমাজ মন্দিরে 'দিন শেষে বসন্ত' অনুষ্ঠান পালিত হয়। প্রার্থনা করেন শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী। সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী ঋতশ্রী ভট্টাচার্য, শংখমালা খান, অনন্যা চক্রবর্তী, জয়শ্রী দাস, সুদীপ্তা দেবরায়, বৈশালী বসু, বিনীতা ঘোষ, অনুরমা ভট্টাচার্য, সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য, মৌসুমী চ্যাটার্জী, কস্তুরী চক্রবর্তী, সুজাতা ব্যানার্জী, বিজয়লক্ষ্মী দাস, দেবাশিস বসু, যতিশংকর ব্যানার্জী, অবন সাহা, শান্তনু দাসগুপ্ত, অর্ণব রায়। পাঠে অংশগ্রহণ করেন শ্রীমতী জয়শ্রী ভট্টাচার্য ও শ্রী অনিরুদ্ধ রক্ষিত। যন্ত্রানুষঙ্গে সর্বশ্রী পলাশ রায়, কমল পণ্ডিত, পঞ্চানন বড়াল। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সংকলন ও গ্রন্থনায় শ্রীমতী জয়শ্রী ভট্টাচার্য্য।

গৃহে পুনঃপ্রবেশ অনুষ্ঠান ঃ

দীর্ঘ মামলার পর শান্তিনিকেতন পূর্বপল্লীস্থ প্রয়াত দেবব্রত দাশগুপ্ত (পিতা) নির্মিত গৃহে স্বাধিকার লাভ উপলক্ষে শ্রীসুব্রত দাশগুপ্ত (পুত্র) স্বগৃহে পুনঃ প্রবেশকালে, তথায় ২৬/০৩/২০১৩তে একটি ব্রহ্মোপাসনার আয়োজন করেছিলেন ব্রহ্মোপাসনা করেন শ্রীমতী অরুণা দাশগুপ্ত এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী ঋতশ্রী ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী জয়শ্রী ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে কিছু আত্মীয় পরিজন উপস্থিত চিলেন।

সঙ্গত সভা ঃ

বিগত ২১শে এপ্রিল ২০১৩, রবিবার বিকেল ৫টায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজে শ্রীসঞ্জীব মুখার্জির পরিচালনায় আচার্যদের সঙ্গত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

সাধারণ ফণ্ড ঃ শ্রীসুব্রত দাসগুপ্ত — ১৫০০ টাকা (র/নং ১৬৯০); শ্রীসুপ্রতীম দাসগুপ্ত — ২০০০ টাকা (র/নং ১৬৯৫); শ্রীমতী অলকা দত্ত (প্রয়াতা মাতা সুধীরা গাঙ্গুলীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ২০০০ টাকা (র/নং ১৬৯৬); শ্রীমতী রেবা চ্যাটার্জী (প্রয়াতা মাতামহী সত্যকুমারী রায়ের ৬৫ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে — ১০০০ টাকা (র/নং ১৬৯৮); শ্রীমতী সুনন্দা (রত্না) রায়চৌধুরী — ২০০ টাকা (র/নং ১৬৯৯); শ্রীপ্রসূন গাঙ্গুলী (প্রয়াতা মাতা সুধীরা গাঙ্গুলীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ১০০০ টাকা (র/নং ১৭০০)

ওয়েলফেয়ার ফণ্ড ঃ শ্রীসৌমিত্র দত্ত (প্রয়াতা মীরা দত্তের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে) ১৫০ টাকা (র/নং ১৬৮৭); শ্রীপরাগ রক্ষিত (প্রয়াত সম্রাটা মান্নার আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র/নং ১৬৮৯); শ্রীসিদ্ধার্থ রায় (প্রয়াতা সুনন্দা মজুমদারের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র/নং ১৬৯১); শ্রীপ্রসূন গাঙ্গুলী (প্রয়াতা মাতা সুধীরা গাঙ্গুলীর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র/নং ১৬৯৩);

আনন্দমেলা ২০১৩ ফণ্ড ঃ শ্রীমতী মমতা দাসগুপ্ত — ১৫০০ টাকা (র/নং ১৫০৮);

মাঘোৎসবে দান ঃ শ্রীমতী চন্দ্রা বসু মাঘোৎসবে ১১ই মাঘ সকালে জলযোগের ব্যয় প্রদান করেন।

নৈশ বিদ্যালয় ফণ্ড ঃ শ্রীসুব্রত দাসগুপ্ত - ৫০০ টাকা (র/নং ১৬৯০); শ্রীসুপ্রতীম দাসগুপ্ত —১৫০০ টাকা (র/নং ২৪১); শ্রীমতী অরুণিমা গুপ্ত (প্রয়াত স্বামী চিত্তজিত গুপ্তের ১০ ম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে) — ১০০০ টাকা (র/নং ২৪৩)।

দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় ফণ্ড ঃ শ্রীসুব্রত দাসগুপ্ত — ৫০০ টাকা (র/নং ১৬৯০); শ্রীমতী গৌরী লাহিড়ী — ৫০০ টাকা (র/নং ২৬২); শ্রীসম্রাট গুপ্ত — ১০০ টাকা (র/নং ২৬৩); শ্রীসৌমিত্র দত্ত — ১৬০ টাকা (র/নং ২৬৪); শ্রীসঞ্জয় মান্না — ১০০ টাকা (র/নং ২৬৬); শ্রীসুরজিৎ দেব—২০০ টাকা (র/নং ২৬৭); শ্রীসুপ্রতীম দাসগুপ্ত—১৫০০ টাকা (র/নং ২৬৮) ; শ্রীঅভিজিত গুপ্ত ও শ্রীমতী তনুশ্রী গুপ্ত (প্রয়াত পিতা চিত্তজিত গুপ্তের ১০ ম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে) — ১০০০ টাকা (র/নং ২৬৯)।

ট্রাষ্ট ফণ্ডে সংযোজন ঃ বিবেকান্দ চন্দও সাধনা চন্দ মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট ফণ্ড ঃ শ্রীমতী মঞ্জুলিকা সেন, শ্রীমতী অরুণিমা গুপ্ত ও শ্রীউদয়কুমার চন্দ (প্রয়াত পিতা ও মাতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ৩০০০ টাকা (র /নং ১৬৯৭)।

লাইব্রেরী ফণ্ড ঃ শ্রীসুব্রত দাসগুপ্ত — ৫০০ টাকা (র/নং ১৬৯০); শ্রীসুপ্রতীম দাসগুপ্ত — ১৫০০ টাকা (র/নং ১৬৯৪);

এই সকল সহৃদয় দান ও সাহায্যের জন্য আমরা সকল দাতাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই সকল দান সার্থক হোক।

ভ্রম সংশোধন ঃ বিগত মে ২০১২ সম্মিলন বার্তায় শোকসংবাদ বিভাগে প্রয়াত ডাঃ অরুণ কুমার মিত্রের মৃত্যুদিবস ১২ই এপ্রিল ২০১২-এর পরিবর্তে ১৯শে এপ্রিল ২০১২ মুদ্রিত হয়েছে। এই ভ্রমের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

বিগত এপ্রিল ২০১৩ সম্মিলন বার্তায় শোকসংবাদ বিভাগে প্রয়াতা মীরা দত্তের পিতা ও মাতার নাম প্রয়াত সুধীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ মজুমদার ও প্রয়াতা মালতী মজুমদার হবে; ভ্রমক্রমে মুদ্রিত হয়েছিল প্রয়াত লেঃ সুধীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ মজুমদার ও প্রয়াতা মিতালী মজুমদার। এই ভ্রমের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

Brahmo Sammilan Barta will be available on Samaj Website.

Look out for Samaj site : www.thebrahmosamaj.org/samajes/sammilan.html

লেখক-লেখিকার নিজস্ব মতামতের জন্য সমাজ ও সম্পাদক-মণ্ডলী কোনক্রমে দায়ী নহেন।

Printed and Published by Sri Prabir Ranjan Das Gupta on behalf of Brahmo Sammilan Samaj, Published from 1A, Dr Rajendra Road, Kolkata-700 020 and Printed at Bhowanipur Art Press, 80, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700 025. Editor : Dr. Madhusree Ghosh.